শৈলকুপায় থানা পুলিশের দায়ের করা মামলায় ২৮ জন আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বর্তমান ও সাবেক চেয়াম্যানের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলায় উভয় পক্ষের ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমান দেশীয় তৈরী অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

গতকাল শনিবার (১৪ মে) দুপুরের দিকে শৈলকুপা উপজেলার নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজ বিশ্বাস ও সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়েছিল।

এঘটনায় শৈলকুপা থানা পুলিশ বাদী হয়ে উভয়পক্ষের লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার পর আসামী আটকের অভিযান শুরু করে।

শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের একাধিক টীম অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজ সমর্থক বদরুল হোসেন, খলিলুর রহমান, তুহিন হোসেন, রবিউল ইসলাম, শাহাবুদ্দিন মামুন, বুলু, আক্তার হোসেন, পিকুল হক, আমিরুল ইসলাম, আব্দুল গাফফার, আব্দুল কাদের, হজরত আলী, আশরাফুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, সজিব হোসেন, ইকতিয়ার আলি। সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক বিশ্বাসের সমর্থকদের মধ্যে আছে শিকদার আলী, রবিউল ইসলাম, ইসরাইল হোসেন, মাজেদুল হক, মুকুল আলী, আজিবর রহমান, জাহিদুল ইসলাম, আজাহার আলী, ওবাইদুল্লাহ ও আবুবকর সিদ্দিক।

গ্রেফতারকৃতরা সবাই ওই ইউনিয়নের শাহবাজপুর গ্রামের বাসিন্দা।

শৈলকুপা থানার ওসি মোঃ আমিনুল ইসলাম জানান, বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানদের সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরোধ চলে আসছিল। ঘটনার দিন উভয়পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বিরোধে জড়ালে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার পুলিশ বাদী হয়ে জন্য উভয় পক্ষের লোকজনের নামে মামলা দিয়ে গ্রেফতার অভিযান শুরু করে।

এছাড়া থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলায় ৪জন গ্রেফতার পুলিশ।

এরা হলেন উপজেলার বুড়ামারা গ্রামের তুজাম্মেল, দেবতলা গ্রামের জাহিদুল ইসলাম ও লতিফ, এবং নারী নির্যাতন মামলায় খোন্দকবাড়িয়া গ্রামের ইসমাইল কে আটক করে থানা পুলিশ।

হরিনাকুন্ডুর গ্রামীণ রাস্তার বেহাল দশা, ভোগান্তিতে লক্ষাধিক মানুষ

সংস্কারের অভাবে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার অধিকাংশ গ্রামীন পাকারাস্তার অবস্থা এখন বেহাল দশা। এসব রাস্তায় মানুষ থেকে শুরু করে গাড়ী ঘোড়া চলাচলে জনদূর্ভোগ চরম আকার ধারন করেছে।

সমস্ত রাস্তার ছাল চামড়া উঠে খানা গর্তে পরিনিত হওয়াই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাগুলোর বেহাল দশা থাকলেও সে দিকে কোন দৃষ্টি নেই কর্তৃপক্ষের।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, ১ নং ভায়না ইউনিয়নের রাস্তাঘাটের বেহাল দশা। লক্ষীপুর থেকে দোবিলা পর্যন্ত ও জোড়াদাহ বাজার হতে বাগআচড়া যাওয়ার রাস্তায় পিচ চোখে পড়ে কদাচিৎ। এসব রাস্তা অসংখ্য খানাখন্দে ভরে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

হরিনাকুন্ডুর হলবাজার থেকে জোড়াদাহ বাজার পর্যন্ত প্রায় দশ কি.মি সড়ক যান চলাচলের একদমই অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। রাস্তাটি লালন সড়ক নামে পরিচিত। নিয়মিত অফিস আদালতে যাতায়াত, পন্য পরিবহন, এ্যাম্বুলেন্স সেবাসহ নানাবিধ সেবা পেতে মুলত এই রাস্তাটি ব্যবহার করেই ভায়না, জোড়াদাহ, তাহেরহুদা ও ফলসী ইউনিয়নের বাসিন্দারা হরিনাকুন্ডু উপজেলা শহর ও জেলা শহরে যাতায়াত করে। রাস্তাটির বেহাল দশায় চরম দূর্ভোগে পড়েছেন এই চার ইউনিয়ন পরিষদের লক্ষাধিক মানুষ।

২ নং জোড়াদাহ ইউনিয়নের ভেড়াখালী বাজার হতে ভবানীপুর হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তার ইট উঠে গিয়ে খানাখন্দে ভরে গেছে। ভেড়াখালী বাজার হতে জটারখাল ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তারও বেহাল দশা। জোড়াদাহ বাজার হতে হরিশপুরের ভেতর দিয়ে সাতব্রীজ যাওয়ার রাস্তার পিচ উঠি গিয়ে জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে যান চলাচলের। তাহেরহুদা ইউনিয়নের রামনগর বটতলা হতে ইউনিয়ন পরিষদগামী পিচের রাস্তা ক্ষত-বিক্ষত,খানাখন্দে ভরা।

একই অবস্থা ফলসী ইউনিয়নের হরিনাকুন্ডু হলবাজার থেকে চুলকানি বাজার পর্যন্ত রাস্তা, রিশখালী বটতলা থেকে হিঙ্গেরপাড়া, রিশখালী বাজার থেকে গবরাপাড়া, রিশখালী স্কুল থেকে সোনাতনপুর, হরিনাকুন্ডু হাসপাতাল মোড় থেকে ভূইয়াপাড়া, সোনাতন পুর থেকে ডাকবাংলা বাজার, বৈাডাঙ্গা বাজার থেকে ভাতুড়িয়া বটতলা, ভাতুড়িয়া বাজার থেকে ভালকির রাস্তা, শাখারীদহ বাজার হতে চাদপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত রাস্তা।

এ সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ রাস্তায় চলাচলের পরিবেশ হারিয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিদিন হাজার ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সাধারন মানুষের। এ সমস্ত রাস্তায় যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা, হেঁটে চলাচল করতে কষ্ট হয়।

এরপরও রাস্তা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করার ফলে প্রায় সময়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।

এইসব রাস্তাতে যাত্রী পরিবহণ ছাড়াও মুমূর্ষু রোগী নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে বলে জানা যায়।

জোড়াদাহের বাসিন্দা আলতাফ হোসেন বলেন, রাস্তা খারাপ হওয়ায় রোগী নিয়ে হাসপাতালে যেতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। অনেক সময় তাড়াতাড়ি হাসপাতালে যেতে না পারায় রোগীর মৃত্যু ঘটে।

যানবাহন চালকরা জানান, এইসব রাস্তাগুলোতে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য ছোট-বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এইসব রাস্তা দিয়ে কৃষিপণ্য নিয়ে চলাচলের সময় নসিমন, করিমন, গরুরগাড়ী, অটো ভ্যানসহ যানবাহন গুলো প্রায়ই উল্টে যায়। আবার কখনো কখনো গাড়ির ঝুরো ভেঙ্গে যাত্রীরা আহত হন।

হরিনাকুন্ডু উপজেলার ঘুরে দেখা গেছে গ্রামীণ জনপদের রাস্তা গুলোর করুন দশা হলেও দেখার কেউ নেই।

জনপ্রতিনিধিদের আশার বাণী থাকলেও কোনো পদক্ষেপ দেখছেন না এলাকাবাসি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই এই প্রতিবেদককে বলেন, আমার তাদের নিকট খেতে চাইনি অথচ আমাদের রাস্তাগুলো তো একটু চলাচলের উপযুক্ত করে দেবে।

এ ব্যাপারে হরিনাকুন্ডু থানা ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ রাকিব হাসান এর নিকট মোবাইল ফোনে জানতে চাইলে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে

বলেন হরিনাকুন্ডু থেকে ঝাউদিয়া গামী রাস্তার অনেক আগেই টেন্ডার হয়েছে কিন্তু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কে বারবার তাগিদ দেওয়ার পরেও রাস্তা শুরু করছে না এবং হরিনাকুন্ডু অন্যান্য রাস্তার কাজ গুলোও চলমান আছে ।

কোটচাঁদপুরে রেল লাইন থেকে অজ্ঞাত বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে রেললাইন থেকে অজ্ঞাত (৬০) এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের অদূরে ৪৭ নম্বর পিলারের নিকট থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক হারুন অর রশিদ জানান,ঘটনাস্থল থেকে আবু সাঈদ নামের এক ব্যক্তি জরুরী সেবা ৯৯৯ এ কল করেন। পরে ৯৯৯ থেকে আমাদেরকে অবহিত করে দুর্ঘটনার কথা জানায়। তিনি বলেন, লাশটির কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে ৫৫ থেকে ৬০ বছর বয়স হবে। মৃত ব্যক্তির একটা চোখ অন্ধ ও একটি পা প্রতিবন্ধী। ধারনা করা হচ্ছে ট্রেন থেকে পড়ে, তার মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে রেলওয়ে যশোর জিআরপি পুলিশ লাশটি উদ্ধার করেছেন। এ ব্যাপারে রেলওয়ে যশোর জিআরপি পুলিশের উপ-পরিদর্শক শহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য যশোরে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে কোন ট্রেন থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে, তা বলা যাচ্ছে না। বিষযটি নিয়ে কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার নুরুল ইসলাম জানান, আমি কিছুই জানতাম না। পরে বিষয়টি শুনেছি।তবে কোন ট্রেনে কিভাবে এ দূর্ঘটনা ঘটেছে তা, বলতে পারব না।

কোটচাঁদপুরে স্বর্ণের দোকান ভবনের দেয়াল কেটে স্বর্ণালঙ্কার চুরি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ভবনের দেয়াল কেটে একটি স্বর্ণের দোকানে দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার দিবাগত রাতে পৌর শহরের মেইন বাজারের (পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় সড়কের) পলাশ জুয়েলার্সে দূর্ধষ চুরির এ ঘটনা ঘটে। চুরির ঘটনায় নগদ অর্থসহ ৬ থেকে ৭ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের স্বর্ণ নিয়েছে বলে দাবি করেন, জুয়েলার্স দোকান মালিক পলাশ কর্মকার। জুয়েলার্স দোকান মালিক পলাশ কর্মকার জানান, বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যায়। সকালে পাশের দোকানের ফুসকা হাউজের মালিক শাহিন ফোন করে দোকানে চুরির খবর দেন।
চোরেরা প্রথমে ফুসকা হাউজের দোকানের দেয়াল কাটে। পরে আমার স্বর্ণের দোকানের দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে।
দোকানের সিন্ধুক ভেঙ্গে সাড়ে ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা।
চুরির ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দায়িত্বরত নৈশ প্রহরী বজলুর রহমানকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর পৌর ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আক্তারুজ্জামান লিটন জানান, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে দোকানের দেয়াল কেটে চুরির ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করেছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে।
তবে এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় এখনও কোন অভিযোগ বা মামলা হয়নি।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

ঝিনাইদহে ট্রাক চাপায় কলেজ শিক্ষক নিহত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর নামক স্থানে ট্রাক চাপায় মহিদুল ইসলাম (৫০) নামের এক কলেজ শিক্ষক নিহত হয়েছে। বুধবার দুপুরে গান্না-বাজার গোপালপুর সড়কের মাধবপুর পশু হাটের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মহিদুল ইসলাম গান্না আলহাজ্ব মশিউর রহমান ডিগ্রি কলেজের সমাজ কল্যাণ বিভাগের শিক্ষক। তার বাড়ী পার্শবর্তী কোটচাঁদপুর উপজেলার জালালপুর গ্রামে।
গান্না বাজারের ব্যবসায়ী সোলাইমান হোসেন জানান, দুপুরে কলেজ থেকে মোটর সাইকেল যোগে মহিদুল ইসলাম বাড়ী ফিরছিল। পথে ঘটনাস্থলে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, লাশের ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় ট্রাকটি আটক করা হলেও চালক পলাতক রয়েছে।

কোটচাঁদপুর মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচন:: সভাপতি-আমিরুল, সম্পাদক-সবুজ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বাজার ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচনে সভাপতি পদে ছাতা প্রতীক নিয়ে মোঃ আমিরুল শেখ ১’শ ১০ ভোট পেয়ে পূনরায় নির্বাচিত। এবং হরিন প্রতীক নিয়ে মোঃ সবুজ আলী ১’শ ৩ ভোট পেয়ে পূনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মঙ্গলাবার সকালে মেইন বাজার মৎস্য সমিতির অফিসে এ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭০ জন সদস্যের মধ্যে ৬টি পদে ১৪ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের সহকারি পরিদর্শক মোছাঃ তহমিনা আকতার। সহযোগী হিসাবে ছিলেন, মোঃ জাহাঙ্গির আলম ও মোহাম্মদ আলী।

নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে মোঃ শামসুল শেখ ১’শ ৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও সদস্য পদে মোঃ রাজু আহমেদ ১’শ ২১, মোঃ হাফিজুর রহমান ৮১,ও মোঃ হাবিবুর রহমান ৭৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচনে আনন্দমূখর পরিবেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্যদিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ১’শ ৭০ জন ভোটার সকাল ৯ টা হতে বেলা ২টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট গনণা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোছাঃ তহমিনা আকতার বিধিমালা ২০০৪এর ৩২(১) ও ৩৪ (২) বিধি মোতাবেক বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীরা নির্বাচনে অর্র্জিত ফলাফল সবাই মেনে নেন। এসময় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী দিনে সংগঠনের সকলের সুখ-দুঃখ বিপদ-আপদে পাশে থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করেন।

হরিণাকুণ্ডু প্রেসক্লাবের বার্ষিক কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু প্রেসক্লাবের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বের কমিটির সহ সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান এল বি লিটনের সভাপতিত্বে রবিবার বিকালে প্রেসক্লাব কার্যালয়ে সর্বসন্মতিক্রমে মেয়াদ উত্তীর্ণ পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সভায় সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে দৈনিক নবচিত্র, প্রতিদিনের কথা ও

ডেইলি ইন্ডাস্ট্রিজ পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক এইচ মাহবুব মিলু কে সভাপতি এবং দৈনিক গ্রামের কন্ঠ পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি সুদিপ্ত সালাম কে সাধারণ সম্পাদক করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট বার্ষীক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এ সময় সিনিয়র সহ সভাপতিঃ মুস্তাফিজুর রহমান এল বি লিটন,সহ-সভাপতিঃ আনিচুর রহমান লিটন,ডাঃ আবুল কালাম আজাদ,বিপ্লব হোসেন। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকঃ রাব্বুল হোসাইন(দেশের কন্ঠ), হাবিবুর রহমান রুবেল, (দৈনিক আমার সংবাদ), মাওলানা তৈয়বুর রহমান(দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল), ডাঃ মোঃআশরাফুল ইসলাম(মেহেরপুরপ্রতিদিন),সাংগঠনিক সম্পাদকঃ জাভেদ হাসান আক্তার(সময়ের সমীকরণ), সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ আশরাফুল আলম(সকালের সময়), দপ্তর সম্পাদকঃ সোহরাব হোসেন(বাংলাদেশের আলো), প্রচার সম্পাদক রাজন, অর্থ সম্পাদক আব্বাস উদ্দীন,ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শরিফ আহম্মেদ চাঁদ, সাহিত্য ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক ইকতিয়ার উদ্দীন(দৈনিক শ্যামবাজার), আই সি টি বিষয়ক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান টুটুল।কার্য নির্বাহী সদস্য শাহাদত মাষ্টার, আরিফুর রহমান, সবুজ সাহরিয়ার,এবং মামুনুর রশিদ,আল মামুন হাসান,আশিকুজ্জামান,কামরুল হাসান লিবনকে সদস্য করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে দুবলোকুড়ির বিলে ফুলের হাসী

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর গ্রামের দুবলোকুড়ির বিলে ফুল চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন চাষি শিশির। বাহারি রং আর সুগন্ধে ভরপুর ফুলের বাগান। ৪৬ শতক জমিতে রজনিগন্ধা, গোলাপ ফুল,গাঁদাফুল, চন্দ্রমল্লিকা ফুল,চাইনা গোলাপফুলের সুবাশ প্রতিনিয়তই ছড়াচ্ছে।

রজনিগন্ধা, গোলাপ ফুল,গাঁদাফুল, চন্দ্রমল্লিকা ফুল,চাইনা গোলাপের চাষ করে গতো বছরে ৯০ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করেছেন তিনি। তবে বাজার যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে অনায়াসে ৪ থেকে ৫ লক্ষ

টাকা আয় করা সম্বব বলে আশা করেন এই চাষি।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৪ নং দৌলৎপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর (কাদিখালী) গ্রামের এই চাষি শিশির আহম্মেদ জানান,গতো ২০১৮ সালে দুবলোকুড়ির বিলের ধারে ৪৬ শতক জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ফুল চাষ করে ছিলেন তিনি। প্রাথমিকভাবে লক্ষাধিক টাকা খরচ হলেও প্রথম বছরেই ৯০ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করেছিলাম। শুরুতেই মহামারী মরণব্যধী করোনা ভাইরাসে প্রায় এক লক্ষ টাকার লোকসান গুনতে হয়। তারপরও থেমে থাকেনি তরুণ এই উদভাবনীর স্বপ্ন। ফুল চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখেই ধানের আবাদ বাদ দেন। চলতি মৌসুমে আরও কিছু জমিতে এই চাষ বাড়ানো হবে। সরকারি সহায়তা পেলে আগামিতে এই ফুল চাষ বৃহত্তর পরিসরে করতে চাই। আমি এই ফুল অত্র অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়ে জেলা শহর সহ অন্যান্য অঞ্চলেও বানিজ্যিক ভাবে পাঠিয়ে থাকি। খুলনা অঞ্চলের রাজারহাট কোয়াদা থেকে চারা এনে ফুল লাগানোর প্রথম বছরেই আমি ফুল বিক্রি করতে পেরেছিলাম।

ফুল চাষি শিশির আরও জানান, বেলে দোআঁশ মাটিতে অল্প পরিচর্যা আর খরচে ফুলের চাষ হচ্ছে। শুকনা মৌসুম হচ্ছে ফুল চাষের একটি ফুল মৌসুম। আমাদের অঞ্চলের মাটি ভালো হওয়ায় তেমন কোনও ক্ষতি হয় না। বর্তমানে প্রতিটি গোলাপ সাধারণত ১০ টাকা,প্রতি একশ গাঁদা ফুল ৬০ থেকে ৭০ টাকা, প্রতিটি রজনিগন্ধা ৯ থেকে ১০ টাকায় বিক্রি করছেন।

জানাগেছে তরুণ এই স্বপ্ন বিলাসী ২০১০ সালে ঝিনাইদহ জেলার শিশুকুঞ্জ স্কুল এণ্ড কলেজ থেকে এস,এস,সি পাশ করেন। পরবর্তীতে ২০১২ সনে এইচ এস সি, তারপর দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ঐতিহ্যবাহী লালন শাহ কলেজ থেকে অনার্স রাষ্ট্র বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা জীবন শুরু করলেও খুব বেশীদিন টিকতে পারেন নি। সাংসারিক রোষানল পেছন থেকে টেনে ধরে আটকে গেলো বৈবাহিক জীবনে। আর হলো না শিক্ষা। তাই বলে কি থেমে যাবে স্বপ্ন? না থেমে থেকে নি এই তরুণের চোখ জুড়ানো স্বপ্ন। এখন সে স্বপ্ন দেখে আগামীদিনের পর্যাটন এলাকা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

হরিণাকুণ্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের এক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স পড়ুয়া ছাত্র রুবেল মিয়া জানান, ঐ এলাকাতে এক বিঘা জমিতে এই ফুল চাষ করা হয়েছে। আমি এর পাশাপাশি দুবলোকুড়ির বিলে ধারে ফুলচাষের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। এখন এই দুবলোকুড়ির বিলে ধারের উৎপাদিত ফুল দিয়ে অনেকটা চাহিদা পুরণ করা সম্বব হচ্ছে।

এদিকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাফিজ হাসান জানান, হরিণাকুণ্ডুতে ফুল চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে।আমাদের মাটি ও জলবায়ু্ও ফুল চাষের জন্য উপযোগী। দুবলোকুড়ির বিলের ধারে ফুল চাষ হচ্চে শুনেছি। হরিণাকুণ্ডু কৃষি অফিস থেকে এখনো তেমন কোন সহযোগীতা দেয়া হই নাই। গান্না ফুল চাষী সমিতির সাথে দুই দিন কথা বলেছি, তারা বলেছে হরিণাকুণ্ডু থেকে কোন কৃষক ফুল চাষে এগিয়ে আসলে বাজারজাত করার বিষয়ে তারা সর্বাত্মক সহযোগীতা করবেন। সেই সাথে হরিণাকুণ্ডু কৃষি অফিস কৃষকের মার্কেট লিংকেজ তৈরী করা সহ বিশেষ করে চাষের সময় যে কোন রকমের সহযোগীতা করতে কৃষকের পাশে থাকবে। তিনি আরো বলেন, এই মহূর্তে আমাদের কোন প্রকল্প নেই ফুল চাষের বিষয়ে ।

তবে বেশ কিছু কৃষক আগ্রহী থাকলে ভবিষ্যতে আমরা প্রস্তাব পাঠাবো, যেন হরিণুাকণ্ডুতেও ফুল চাষে সরকারী যে সকল সহযোগীতা করা হয়, সেগুলো যেন এখানের পাওয়া যায় সেবিষয়ে আমরা রিপোর্ট পাঠাবো এবং আশা করি কৃষক আগ্রহী থাকলে আগামী বছর আমরা সরকারী কোন সহযোগীতা পেতে পারি

কোটচাঁদপুর বাওড়ে মাছ লুটে বাধা দেয়ায় মৎস্য কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার জয়দিয়া বাওড়ে মাছ লুটে বাধা দেওয়ায় দায়িত্বরত মৎস্য কর্মকর্তাকে শারিরিকভাবে লাঞ্চিত ও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার জয়দিয়া বাওড়ে মাছ ল্যান্ডিং এ ঘটনা ঘটে। এব্যাপারে ভুক্তভোগী বাওড় ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল কাদের বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্ল্যেখ পূর্বক অজ্ঞাত নামে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সোমবার (১৭ জানুয়ারী) দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে জয়দিয়া বাওড়ের বাৎসরিক মাছ আহরণের সময় স্থানীয় কিছু

লোকজন মাছ ক্রয় করতে মাছের ল্যান্ডিং এ জড়ো হয়। এসময় এলাকার লুটবাজ, ঊশৃংখল হিসাবে পরিচিত লক্ষিকুন্ড গ্রামের খাঁন পাড়ার মোঃ লতিফের ছেলে মোঃ বাবুল খাঁন(২২) ও ভাই বিপুল খাঁন (২৫০, আজিজুর রহমানের ছেলে সুমন (২১) ও একই এলাকার শাহিনুর রহমানের ছেলে বাবলা খাঁন (২৫) সহ অজ্ঞাত আরও ৪/৫ জন যুবক সংঘবদ্ধভাবে ল্যান্ডিং সেন্টারে প্রবেশ করে জোর পূর্বক বে-আইনীভাবে মাছ লুট করার পায়তারা করে।

এসময় অভিযুক্তরা সরকারি শর্ত না মেনে ল্যান্ডিং এ রক্ষিত বিক্রয়ের জন্য রাখা মাছ ক্রয় না করে, বাজারজাত করণের জন্য অক্সিজেন জারের মধ্যে রাখা মাছ জোর পূর্বক লুট করতে যায়। এতে আমি সহ আমার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাঁধা দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা একত্রিত হয়ে এলাপাতাড়ি কিল, ঘুষি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে। সেই সাথে বাজারজাতের জন্য অক্সিজেন জারের মধ্যে রাখা মাছের গাড়ি আটকিয়ে জারে থাকা ৩৫ হাজার টাকার মাছের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়াও তারা আমাদেরকে জীবন নাশের হুমকি দেয়। এসময় ঘটনাস্থলে থাকা এলাকার লোকজন এসে আমাদের কে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে অভিযুক্তরা বলেন, বাওড়ে মাছ আহরণ করলে এলাকার লোকজনের নিকট আগে বিক্রয় করতে হবে। আমরা এসে ছিলাম মাছ টাকা দিয়ে ক্রয় করতে। কিন্তু আমাদের নিকট মাছ বিক্রয় না করে বাহিরে মাছ পাঠাচ্ছিল।

এব্যাপারে কেটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন বলেন, এখনো পর্যন্ত কোন প্রকার অভিযোগ পায়নি। এবং এমন কোন ঘটনাও আমি শুনেনি। লাঞ্চিত হওয়ার ঘটনায় বাওড় ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল কাদের বলেন, এব্যাপারে ওসির সঙ্গে কথা বলেই থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি।